[redacted]

[redacted]

যাও মেহেরপুরবাসীকে সাথে নিয়ে। আমরা তোমাদের সাথে আছি।

একথা সত্য যে, মেহেরপুরের মতো ছোট ও কৃষিনির্ভর এলাকায় একটি দৈনিক পত্রিকা টিকিয়ে রাখা সহজ কাজ নয়। কিন্তু প্রতিকূলতা জয় করেই মেহেরপুর প্রতিদিন এগিয়ে চলেছে—এটাই এর সবচেয়ে বড় শক্তি।

এই শুভক্ষণে প্রত্যাশা—পত্রিকাটি আরও সমৃদ্ধ হোক, আরও নির্ভীক ও বস্তুনিষ্ঠ হোক, মানুষের কথা বলুক, সত্যের পক্ষে থাকুক।
পরিশেষে বলা যায়,এগিয়ে যাক দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন,এগিয়ে যাক মেহেরপুরের গণমাধ্যম, এগিয়ে যাক এই অঞ্চলের মানুষ, সংস্কৃতি ও সম্ভাবনা।

মুহাম্মদ রবীউল আলম: লেখক-সাংবাদিক।ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, সাপ্তাহিক মুক্তিবাণী

ঐতিহ্য ও উৎসবের আমেজে দামুড়হুদা ব্র্যাক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পিঠা উৎসব উদযাপিত

দামুড়হুদায় শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম বিদ্যাপীঠ ব্র্যাক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী পিঠা উৎসব-২০২৬। মঙ্গলবার দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং অতিথিদের উপস্থিতিতে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ যেন এক টুকরো গ্রামের পল্লী বাংলায় পরিণত হয়েছিল।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা শিক্ষা পরিদর্শক মোত্তাসিন বিল্লাহ। উপজেলা ভূমি অফিসের ক্যাশিয়ার ইসমত তোহা, সার্টিফিকেট পেশকার আনিসুর রহমান,সাহিরুল শেখ, সায়রাত সহকারী এবং কম্পিউটার অপারেটর মশিউর রহমান। এসময় ভূমি অফিসের

পানাম সিটি: বাংলার ঐতিহ্যের নীরব সাক্ষী

গতকাল রোববার দিনের সিংহভাগ সময় কাটালাম নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁয়ে অবস্থিত প্রাচীন শহর পানাম সিটিতে। পানামা যেন হারিয়ে যাওয়া এক গৌরবগাথার জীবন্ত স্মৃতি। ইতিহাস, স্থাপত্য ও ঐতিহ্যের অপূর্ব সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা এই শহরটি আজো দাঁড়িয়ে আছে শ শ বছরের পুরনো অনেক গল্প নিয়ে।

১৫শ শতকে প্রতিষ্ঠিত এই নগরী মধ্যযুগে বাংলার অন্যতম প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল। সুলতানি ও মুঘল আমলে সোনারগাঁ ছিল বাংলার রাজধানী, আর পানাম ছিল সেই রাজধানীর গৌরবময় আবাসভূমি। বিশেষ করে হিন্দু জমিদার ও ব্যবসায়ীদের আধিপত্যে গড়ে ওঠা পানাম নগরীতে ইউরোপীয়, মুঘল ও বাংলা স্থাপত্যরীতির অপূর্ব মিশ্রণ দেখা যায়।

বর্তমানে পানাম নগরীতে প্রায় ৫২টি ঐতিহাসিক ভবন রয়েছে, যেগুলোর প্রতিটিই একেকটি স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন। সড়কের দু’পাশে সারি সারি দালান যেগুলোর দেয়ালে আজও জেগে আছে পুরোনো দিনের কারুকাজ, রঙিন কাচের জানালা, কাঠের ফ্রেম আর চুন-সুরকির প্রাচীন প্রযুক্তির ছাপ। জমিদারের ৫ শ মিটার পুকুর। পুকুরে অনেকগুলো গোসলের জন্য সানবাঁধানো সিঁড়ি। সেই সময়ের সুপেয় পানির বেশ কটি পাকা কুয়া। কালের সাক্ষি হয়ে পড়ে আছে পাকা পায়খানা।

সংস্কারহীনতায় হারাতে বসেছে সেসব ঐতিহ্য।

যদিও ২০০৬ সালে বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর পানাম সিটিকে “সংরক্ষিত প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান” হিসেবে ঘোষণা করেছে, বাস্তবতা হলো অনেক ভবন আজ ধ্বংসপ্রায়। অবহেলা, যথাযথ সংরক্ষণের অভাব এবং পর্যটন চাপে এই ঐতিহ্যবাহী স্থানটি হুমকির মুখে পড়েছে।
স্থানীয়রা জানান, দীর্ঘদিন সংস্কারের উদ্যোগ না নেওয়ায় অনেক ভবন ধসে পড়েছে। বৃষ্টির মৌসুমে পানিতে ভিজে কাঠ ও চুন-সুরকির দেয়াল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অপরিকল্পিত পর্যটন ও স্থানীয় দখলদারদের কারণে ঐতিহাসিক পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে।

পানাম নগরী বর্তমানে দেশের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন গন্তব্যে পরিণত হয়েছে। প্রতিদিন শত শত দর্শনার্থী এখানে ভিড় করেন ইতিহাস ছুঁয়ে দেখতে। কিন্তু পর্যাপ্ত গাইড, তথ্যচিত্র, পর্যটক ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশ সংরক্ষণের ঘাটতি দেখলাম।

পর্যটন বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, যদি সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়া হয়, তবে পানাম সিটি হতে পারে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম সফল হেরিটেজ ট্যুরিজম স্পট।

কেয়ার টেকার রফিকুল ইসলাম জানালেন-পানাম সিটি শুধু একটি পুরনো শহর নয়, এটি বাংলাদেশের ইতিহাসের এক অমূল্য দলিল। এই নগরীর দেয়ালে লেগে আছে বাঙালি জাতির শিল্প, সংস্কৃতি ও সংগ্রামের ছাপ। প্রয়োজন এখন শুধু সময়োচিত উদ্যোগ, সচেতন সংরক্ষণ এবং সম্মিলিত দায়িত্ববোধ।

পানামকে যদি সময়মতো বাঁচানো যায়, তবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এই গৌরবময় ইতিহাসের সাক্ষী হতে পারবে-নয়তো এটি হারিয়ে যাবে কালের অতলে, আর আমরা হারাবো এক অপূর্ব ঐতিহ্য।

হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য ফেরাতে গাংনীতে পিঠা উৎসব

গ্রাম বাংলার হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে মঙ্গলবার মেহেরপুরের গাংনী সরকারী ডিগ্রি কলেজে তারুণ্যের পিঠা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে।

জমকালো উৎসবে শোভা পাচ্ছে স্বতীন পিঠা, বেক্কল জামাই, মেয়েদের মন, জামাইয়ের প্যাচ, ভালবাসার লাল গোলাপ, পিয়াসা, পাটি সাপটা, চিতই, ভাপা, পুলি, সরু, মালাই রোল, চিটা রুটিসহ পুরনো নানা পিঠার সমারোহ লক্ষ্য করা গিয়েছে।

নিজেদের স্টলগুলো পরিচালনা করেন বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা। দিন দিনব্যাপী পিঠা মেলার উদ্বোধন করেন গাংনী উপজেলা সহকারি

কমিশনার (ভূমি) সাদ্দাম হোসেন। উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হোসনে মোবারক, গাংনী সরকারী ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মনিরুল ইসলাম।

তারুণ্যের মেলা উপলক্ষে আয়োজন করা হয় এই পিঠা উৎসবের। গ্রাম বাংলার হারিয়ে যাওয়া পিঠা তৈরি করে হাজির হন কলেজের শিক্ষার্থীরা। সঙ্গে ছিল আধুনিক সব পিঠাও। ২৫ টি স্টলে পিঠার পসরা সাজিয়ে বসেন শিক্ষার্থীরা। তরুণ প্রজন্ম সকাল থেকেই ভিড় জমান পিঠা উৎসবে। পরিচিত হন নতুন ও পুরাতন হরেক রকমের পিঠার সঙ্গে।

গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজ চত্ত্বরে শুরু হওয়া এ পিঠা উৎসবে ছিল বেশ ভিন্নতা। শিক্ষার্থীদের নিজ হাতে তৈরী করা এসব পিঠা সাজিয়েছেন তাদের স্টলে। ভোজন রসিকরা বিভিন্ন স্টল ঘুরে ঘুরে দেখছেন আর স্বাদ নিচ্ছেন। সেই সাথে অনেকে এসেছেন তাদের সন্তাানদেরকে পিঠা পুলির স্বাদের পাশাপাশি পিঠার সাথে পরিচয় ঘটাতে।

পিঠা উৎসবের আয়োজনে বেজায় খুশি শিক্ষার্থীরা। এ ধরনের আয়োজন তরুণ প্রজন্মকে আরো উদ্যমী করে গড়ে তুলবে বলে মনে করছেন তারা।

দারিয়াপুরে বাঙালি ঐতিহ্য শীতকালিন পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত

মুজিবনগরে দারিয়াপুরে জাঁকজমকভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো বাঙালির ঐতিহ্য পিঠা উৎসব ২০২৫। ইভুলেশন অব দারিয়াপুরের আয়োজনে, আজ শুক্রবার দিনব্যাপী দারিয়াপুর ভৈরব নদীর তীরে খেলার মাঠে এ পিঠা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পলাশ মন্ডল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে দিন ব্যাপি পিঠা উৎসবের উদ্বোধন করেন।

ইভুলেশন অব দারিয়াপুরের সংগঠনের সদস্য ওয়াসিম আকরাম এর সঞ্চালনায় উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি ওমর ফারুক প্রিন্স, সাধারণ সম্পাদক হাসান মোস্তাফিজুর রহমান, মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মিজানুর রহমান, দারিয়াপুর বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনারুল ইসলাম।

আয়োজকদের মধ্যে ছিলেন, ইভুলেশন অব দারিয়াপুর সংগঠনের সদস্য ফয়সাল আহম্মেদ তামিম, আব্দুল জাব্বার, সালাউদ্দিন লিজন, তানভির হোসেন, সাজেদুল হক জীবন। পিঠা উৎসব সম্পর্কে আয়োজকরা বলেন প্রতিবছরই ইভুলেশন অব দারিয়াপুরের আয়োজনে বাঙালির ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে এবং নতুন প্রজন্মকে বাঙালির এই পিঠার সাথে পরিচয় করিয়া দেওয়ার জন্য এই পিঠা উৎসবের আয়োজন করা হয়। এবারও অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে এই পিঠা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে এই উৎসবে বিভিন্ন গ্রামের যুবক যুবতী ও মায়েরা বাঙালির ঐতিহ্য বিভিন্ন ধরনের পিঠা তৈরি করে এই উৎসবে নিয়ে এসেছেন।

পিঠা উৎসবে মোট ২০টি স্টল দেয়া হয়। বাহারীসব পিঠার পসরা সাজিয়ে বসেছিল পিঠার কারিগররা। উদ্বোধন শেষে স্টল গুলো ঘুরে দেখেন অতিথিরা।

ঝিনাইদহে দিনব্যাপী পিঠা উৎসব

বর্তমান প্রজন্মকে গ্রামবাংলার মানুষের চিরায়ত ঐতিহ্য নানা স্বাদের পিঠার পরিচয় করিয়ে দিতে ঝিনাইদহে হয়ে গেল জমজমাট পিঠা উৎসব।

বসন্ত বরণ উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সকালে শহরের মনিংবেল চিলড্রেন একাডেমী চত্বরে এ পিঠা মেলার আয়োজন করা হয়।

দিনব্যাপী এ পিঠা উৎসবে বাহারি নামের স্টলে দুধপুলি, জামাইপিঠা, ভাপা, পাকান, সেমাই পিঠা, পাটিসাপটাসহ হরেক রকমের বাহারি ও